আলমডাঙ্গার জেহালায় ঘর থেকে ৭০ হাজার টাকা চুরি

আলমডাঙ্গার জেহালায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাত ৩ টার দিকে চোর ঘরে ঢুকে ৭০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, জেহালার অঘর্নাথ স্কুল এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম রাজিব ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ৩ টার দিকে তিনি দেখতে পান ঘরের ভেতর চোর ঢুকেছে। তিনি চোর না ধরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিকল দিয়ে দেন। এ সময় তিনি বাইরে থেকে প্রতিবেশীদের ডাকতে থাকেন। প্রতিবেশীরা এসে ঘর খুলে দেখেন চোর ঘরের জানালা ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই চোর পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘরে রাখা ৭০ হাজার টাকাও নিয়ে গেছে।

রাজিব জানান, জেহালার মদনবাবুর মোড়ে তার একটি মুদিখানার দোকান আছে। রাত ১০ টার দিকে সেই দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান। খাওয়া- দাওয়া শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ৩ টার দিকে চোর ঘরে ঢোকায় তিনি জেগে ওঠেন।

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে যুবকের মৃত্যু

করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই মারা গেলেন শরিফুল ইসলাম (২২)।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) দুপুরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বিকেলেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন।

নিহত শরিফুল ইসলাম খাদিমপুর ইউনিয়নের জুগিরহুদা গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে আজ রাতে গ্রামের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও পুলিশের সহযোগীতায় সরকারী স্বাস্থ্যবিধি মেনে গ্রামের কবরস্থানে শরিফুলের লাশ দাফন করা হয়।

খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর আব্দুল হান্নান জানান, চুয়াডাঙ্গা থেকে ইসলামী ফাউন্ডেশনের লোকজন জুগিরহুদা গ্রামের এসে দাফন-কাফনের কাজ করেছেন। পুলিশের উপস্থিতিতে সরকারী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জানাজা শেষে কবরস্থ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় তারেক রহমানের উপহার পৌঁছে দিলেন বিএনপি নেতা শরীফ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত নেতা-কর্মী- সমর্থকসহ করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে দেশনায়ক তারেক রহমানের উপহার-সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন জেলা বিএনপির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটায় চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফের সহযোগিতায় স্থানীয়দের মধ্যে এ উপহার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি একরামুল হক, আব্দুল মজিদ, খাজা, আমির মেম্বার, বিল্লাল মেম্বার, মোশরফ, যুবদল নেতা মসিউর, ছাত্রনেতা মাহবুব প্রমুখ।

পরে আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির আয়োজনে উপজেলা যুবদলের প্রয়াত নেতা বল্টু, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত সবুর ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত শওকতে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরিবারের

খোঁজখবর নেওয়াসহ তাঁদের একটি করে সেলাই মেশিন ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল জব্বার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান পিণ্টু, আইনাল হক, জিল্লুর রহমান ওল্টু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিম, চমক, গোলাম হোসেন, যুবদলের নেতা খাইরুল, রফিকুল, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব কনক, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপলব, ছাত্রনেতা সুমন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট করোনায় আক্রান্ত

আলমডাঙ্গায় করোনা কাজে নিয়োজিত মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (স্বেচ্ছা সেবি) এর করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার ঈড়ারফ-১৯ রিপোর্ট আসে সে পজিটিভ। কিন্ত তার কোনো উপসর্গ এখনো পর্যন্ত নেই। সে ভালো আছে, সুস্থ্য আছে। তিনি গত ৬ মে তারিখ হতে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে যোগদান করে। পরিবার পরিজনের নিষেধ উপেক্ষা করে দেশ এবং দশের কল্যানে নিজের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিনা বেতনে ঈঙঠওউ-১৯ এর নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মানুষের কথা চিন্তা করেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারন সে জানায় আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে বর্তমান সময়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। দুঃখ হচ্ছে এতো তাড়াতাড়ি আমাকে করোনার কাছে মাথা নত করতে হলো। আজ সম্ভবত আমার উপজেলায় নতুন নমুনা সংগ্রহ হয়নি।

এর আগে গত ১২ মে তারিখে তার ১ম রিপোর্ট নেগেটিভ আসে সে পর্যন্ত সে নিজ বাড়িতেই ছিল। ১৩ তারিখ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় তার দেওয়া আবাসন ব্যবস্থা গ্রহন করে, এবং সেখানেই অবস্থান করে যথারীতি নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকে। এবং ১৫ মে তারিখে নতুন করে নমুনা দেয়।

১৭ মে তারিখে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মঙ্গলবার অফিসিয়ালি রিপোর্ট আসার পর ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহম্মদের পরামর্শে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলশনে আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎক প্রতিনিয়ত তার খোঁজ খবর রাখছেন। তার এখনো কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দেইনি।

মঙ্গলবার থেকে অনেক শুভাকাক্সক্ষীরা ফোনে খোঁজখবর নিয়েছে, তার করোনা পজেটিভের কথা চিকিৎসক ব্যাতিত কাউকে জানাতে চাইনি। পরে তার পরিবারকে জানিয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বন্ধু বান্ধব সহ সবাই খুব চিন্তিত, বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ এলাকার লোকজন।

তিনি গত ১৩ মের পর থেকে তার নিজ এলাকায় যায়নি। এবং তখন থেকে সে নিজ বাড়িতে আলাদা একা একটি ঘরে থাকত। এবং আলাদা বাথরুম সহ খাওয়া দাওয়া সব আলাদা করত। এমনকি ইফতারিও আলাদা করত।

তিনি সুস্থ্য আছে, স্বাভাবিক আছে। সে তার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছে, যেন দ্রুত সুস্থ্য হয়ে আবারও সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে।

আলমডাঙ্গায় বোরোধান সংগ্রহের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় সরকারি ভাবে বোরো ধান সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা খাদ্য গুদামে

আনুষ্ঠানিক ভাবে বোরো ধান সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়েছে। ধান সংগ্রহ পুর্ব সংক্ষিপ্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা প্রকৃত চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করবেন। আমি জানি, আপনারা স্বচ্ছতার জন্য লটারির মাধ্যমে চাষি নির্বাচিত করেছেন, কিন্ত আমাদের সমাজে এক শ্রেনীর টাউট আছে, যারা চাষিদের নানা ভাবে হয়রানির ভয় দেখিয়ে দু’পাচশত টাকা দিয়ে স্লিপ কিনে নিয়ে তারা ধান ঢোকাবে। সেদিকে আপনারা সজাগ থাকবেন, করোনায় চাষিরা বিপর্যস্ত, তারা যেন ধানের ন্যায্য মুল্য থেকে বন্চিত না হয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, খাদ্যকর্মকর্তা মোফা খাইরুল ইসলাম, খাদ্য পরিদর্শক রাকিবুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যউপ-পরিদর্শক রেবেকা পারভীন, ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, আবু সাইদ পিন্টু, মিলচাতাল মালিক সমিতির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, জয়নাল আবেদিন, হান্নান শাহ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,

৬ নংওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আসাবুল হক ঠান্ডু, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আসিকুর রহমান ওল্টু, মিল মালিক পিন্টু মিয়া, মুকুল মল্লিক, জয়নাল ক্যাপ, এসআই রফিক, প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সাংবাদিক আতিয়ার রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, শরিফুল ইসলাম, কৃষক মজিবুল ইসলাম প্রমুখ।

পরে ফিতা কেটে বোরো সংগ্রহের উদ্বোধন করেন।

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে মেহজাবীন ইসলাম চৌধুরী তাসমী (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাসমী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জেহালা গ্রামের মতিউল ইসলাম চৌধুরী টনিকের মেয়ে। এবং কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এণ্ড কলেজের একাদশ মানবিক শাখার শিক্ষার্থী।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড খন্দকবাড়ীয়া মহল্লায় পিতা-মাতার সাথে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতো। খন্দকবাড়ীয়া তাসমী চৌধুরীর পিতার নানা বাড়ী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সারাদিন রোজা রেখে ইফতারীর পর (১৬ মে) রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি খাবার পর তার দীর্ঘদিনের শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। স্বজনরা তাঁকে দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ইফতার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ১৪ নং চিৎলা ইউনিয়ন কুলপালা গ্রামে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতারের আয়োজন করা হয়।

চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক জনাব শাহ্ আল ইমরানের উদ্যোগে গ্রামবাসী মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই ইফতারের আয়োজন করেন।

প্রায় শতাধিক লোকের মাঝে এই ইফতারি বিতরণ করা হয়।

জীবননগরে তরমুজ ক্ষেত কেটে সাবাড়

পুর্ব শুত্রুতা মুলক ভাবে দিনে দুপুরে প্রান্তিক এক চাষীর ক্ষেতের প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার তরমুজ দিনে দুপুরে কে বা কাহারা কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের কাটাপোল গ্রামে।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলার কাটাপোল গ্রামের বারেক মন্ডলের ছেলে সাইদুল ইসলাম পরের জমি বর্গা নিয়ে একটু লাভের আশায় অনেক কষ্ট করে তরমুজ চাষ করেছিলেন কিন্তুু তার ভাগ্যে তা আর সইলো না।

দিনের বেলাই কে বা কাহারা তার ক্ষেতের প্রায় ৫০ হাজার টাকার তরমুজ কেটে নষ্ট করে মাঠেই ফেলে রেখে গেছেন। এতে করে ঐ প্রান্তিক চাষী সাইদুল ইসলাম আর্থিক ভাবে চরম ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছেন এমনকি তিনি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গেও পড়েছেন।

সাইদুল ইসলাম জানান, আমি বিকালে ব্যাক্তিগত কাজে একটু বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এসে আমার ক্ষেতে এসে দেখি কে বা কাহারা আমার এই ক্ষতি করেছেন।

তিনি বলেন, আমার সাথে গ্রামের কারোর কোন শুত্রুতা ছিল না তার পরো কেন আমার এই ক্ষতি করলো। তিনি তার এই ক্ষতির জন্য তদন্ত পুর্বক গ্রাম্ম্য মতোব্বরদের কাছে সুষ্ট বিচার দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আতিকুজ্জামান (সন্টুর) সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি বিষয়টি শুনেছি, কাজটি যারাই করুক না কেন তারা অত্যান্ত ন্যাক্কার জনক কাজটি করেছেন। আমি এই কাজের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

আলমডাঙ্গায় সরকারি ভাবে ধান সংগ্রহের জন্য লটারি

আলমডাঙ্গা খাদ্যগুদামে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী প্রত্যেক ইউনিয়ের কৃষক দের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করলে, তাদের দরখাস্ত মোতাবেক লটারির মাধ্যমে ক্রেতা নির্ধারণ করার জন্য গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিসে লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি এসময় বলেন, সরকার সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য ঘোষণা দেন। সেই লক্ষে আমরা উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌর সভার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করতে চাই। কিন্ত আমাদের লক্ষ মাত্রা ১ হাজার ৩ শত ৮৪ মেঃ টন। মানে প্রত্যেক কৃষক ১ মেঃ টন করে ধান বিক্রয় করতে পারবে। লক্ষ মাত্রার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ আমরা লটারির মাধ্যমে বিক্রেতা সিলেকশন করে দেব। তারা নির্ধারিত সময়ে খাদ্যগুদামে ধান সরবরাহ করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মোফাখাইরুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যপরিদর্শক রাবিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল হোসেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আবু সাইদ পিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, প্রেসক্লাবের সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জামসিদুল হক মুনি, প্রচার সম্পাদক

শরিফুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিল।

লটারি করা হয় মোট ১৩৮৪ মেঃ টন ধান নেওয়া হবে। প্রতি কৃষক ১ টন করে ধান দিতে পারবে।

কার্পাসডাঙ্গা কলোনীপাড়ায় ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের কলোনীপাড়ায় সহিদুলের বাড়ি থেকে গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে হুদাপাড়া গ্রামের ইসলামের ছেলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে শুকুর আলীর ২ টা স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী প্রবাসে থাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে সে কয়েকমাস পূর্বে সহিদুলের বাড়িতে থাকতো। পরে সে আবার হুদাপাড়ায় চলে যায়। সহিদুল মারা যাওয়ায় এ বাড়িতে কেউ থাকেনা। তার স্ত্রীর পিতার বাড়ি আকন্দবাড়িয়ায় থাকে। গত কয়েকদিন পূর্বে শুকুর আলী তার স্ত্রীর সাথে অশান্তি করে আবারো সহিদুলের বাড়ি থাকতে শুরু করে।

গতকাল শুক্রবার স্থানীয় একজন সহিদুলের বাড়িতে কোন আলো জ্বলছে না দেখে রুমে লাইট মারলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই।

পরে স্থানীয় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙ্গে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় শুকুর আলীর লাশ উদ্ধার করে। সে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা এলাকাবাসীর।

লাশের সুরোতহাল রিপোর্ট করেন এস আই মেজবাহুর রহমান। লাশের দেহ থেকে দূর্গন্ধ ছড়ানোয় অনেকের ধারনা সে হয়তো গত একদিন পূর্বে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।